সংখ্যা যখন ছবি হয়

সুকুমার সরকার

সংখ্যা যখন ছবি হয়

৪·২

২২০৪

সুশীল চন্দ্র সরকার
শিক্ষক • মধ্যমগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়•

ACC NO— ₹15115

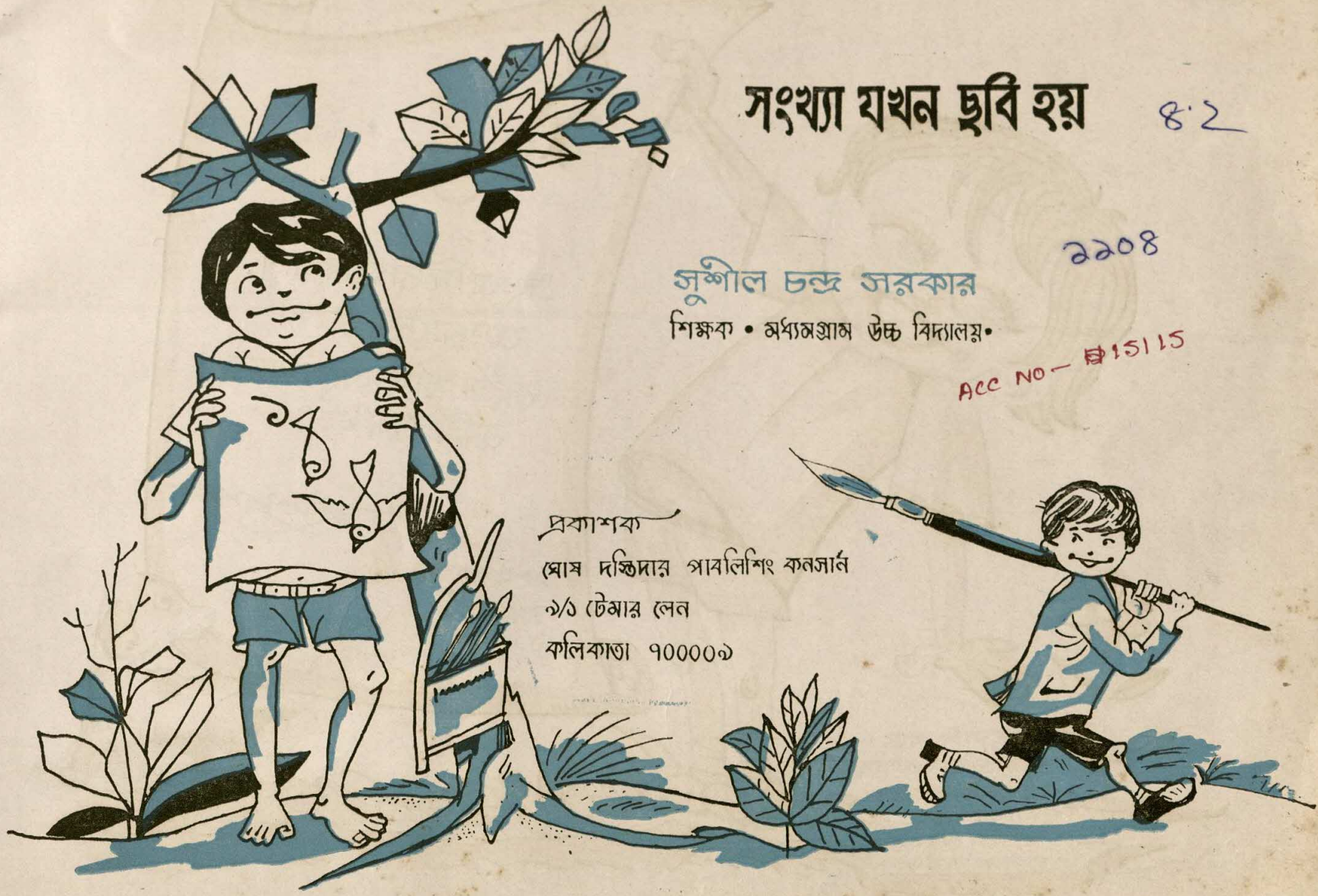

প্রকাশক
ঘোষ দস্তিদার পাবলিশিং কনসার্ন
৯/১ টেমার লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

তুলির মুখে
সংখ্যা দিয়ে আঁকলাম,
তোমাদের জন্য।
ভালো যদি লেগে থাকে
আমি হবো ধন্য ॥
সুশীলকুমার সরকার
১৮ই আষাঢ়
রথযাত্রা
১৩৮৮
যাঁদের উৎসাহে
ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ দস্তিদার
ডঃ- সৌরেন বোস
কানাই ঘোষ
দিলীপ সরকার
সঞ্জয় কর্মকার

আঁকো- এক দিয়ে ফুল আঁকো
খাতার পরে এ্যাক লেখো।
এ্যাকের বাঁকা ঘুরিয়ে নিয়ে
এ্যাকের গোলে দাও মিশিয়ে।

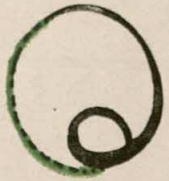

তার পাশে চার গোল রাখো।
নীচের দিকে পাতা দিয়ে
তার গায়ে রং লাগিয়ে
ফুলটি তুমি আঁকো॥

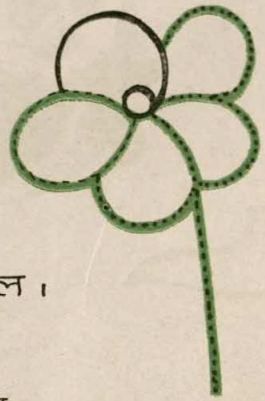

পড়ো~

এক- দিয়ে
আঁক্‌লে ফুল।
যেন ধরার
কাজের দুল।

১

আঁকো—

এ্যাকের নীচে আঁকো পাতা
ওপর দিকে রাখো মাথা
দু'পাশেতে পাখা এঁকে
আঁশ আঁকো একটু দেখে

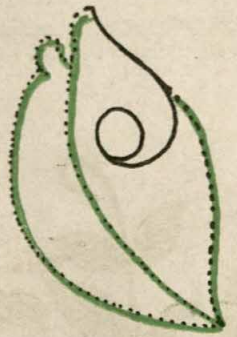

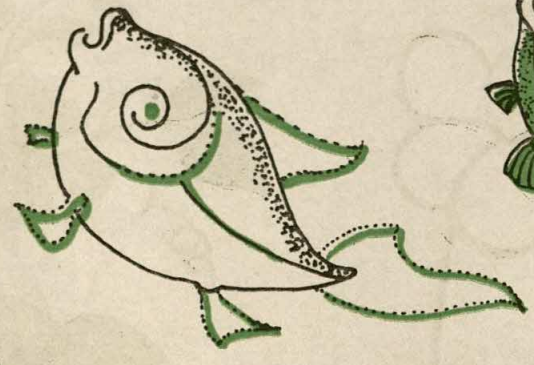

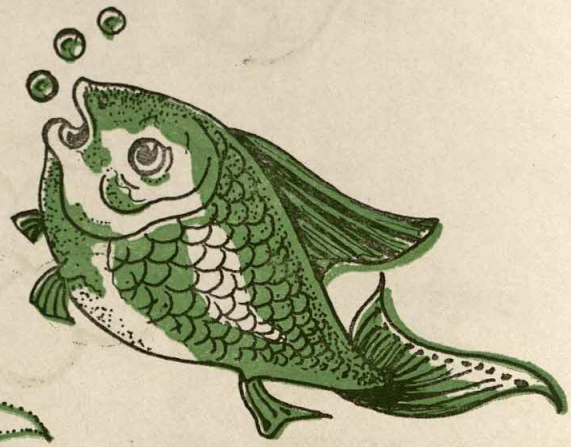

পড়ো—

ফুলে ভরা
ফুলের গাছ।
দেখলো চেয়ে
'জলের মাছ।'

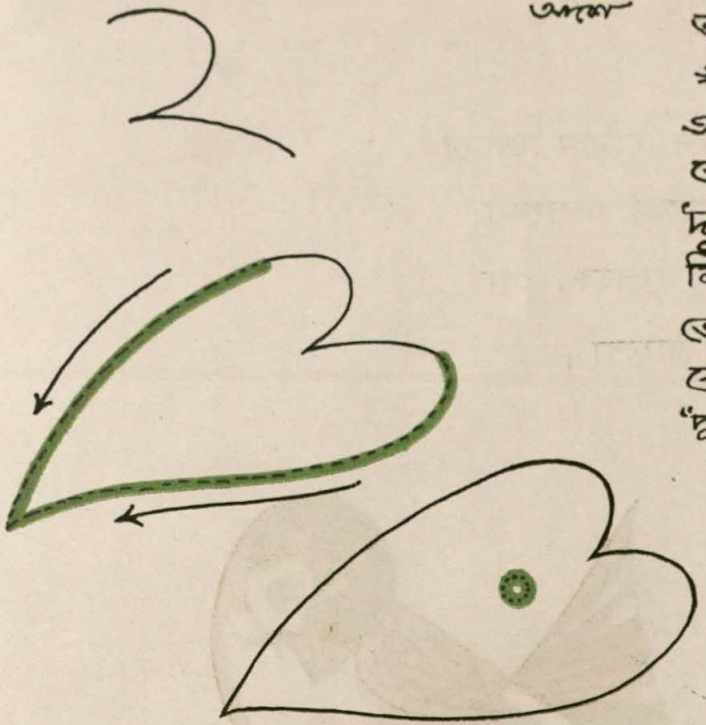

আমি লিখে 'দুই'
খাতার পাতায় থুই।
এতেই হবে কচুর পাতা
জেনে রাখ্‌না তুই॥
'দুই' এর দু'দিক রেখা টেনে
মিশিয়ে দি মাথায় এনে।
ভেতরেতে দাগ দিয়ে,
বোঁটা আঁকি মুই
"দুই"এ হলো কচুর পাতা
চেয়ে দেখ্‌না তুই॥

কচুর পাতা
দুইয়ে টানি।
তুল্‌লে ফুল
পাতা আনি।

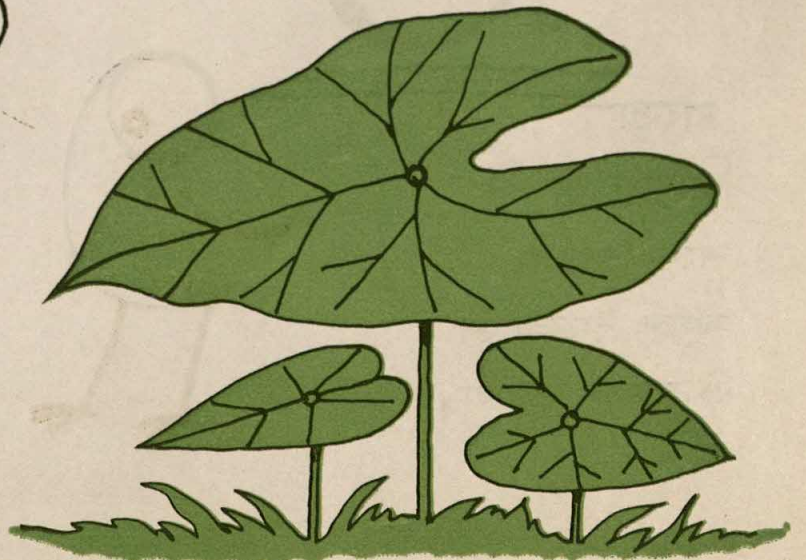

আঁকো-

তিনের গোল টেনে নিয়ে
লেজের কাছে আনো
চোখ, ঠোঁট, লেজ, পা
দাগ দিয়ে টানো।

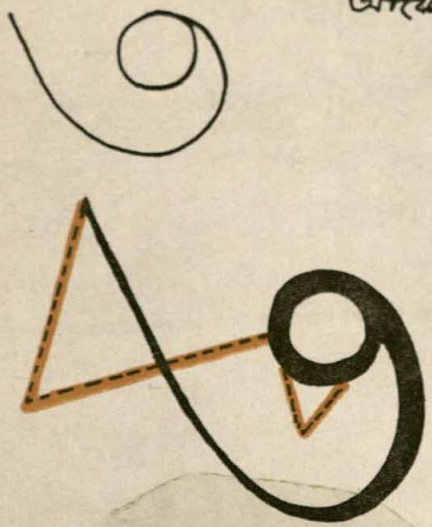

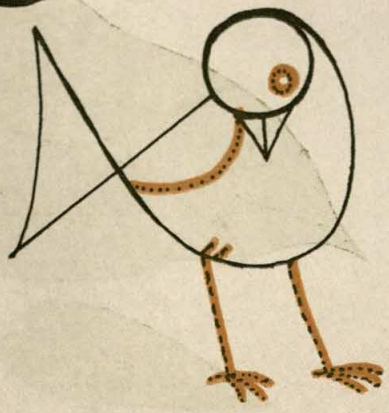

পড়ো—
তিনের পাখী
বসে থাকি।
ফুল দেখে সে
উঠ্‌লো জাগি॥

আঁকো খাতায় লিখে চার
উপর গোলে মাথা আঁকো তার।
নীচের গোলে দাগ দিয়ে,
আঁকো হাত পা
সব মিলিয়ে চেয়ে দেখো
ছেলে হলো বাঃ॥

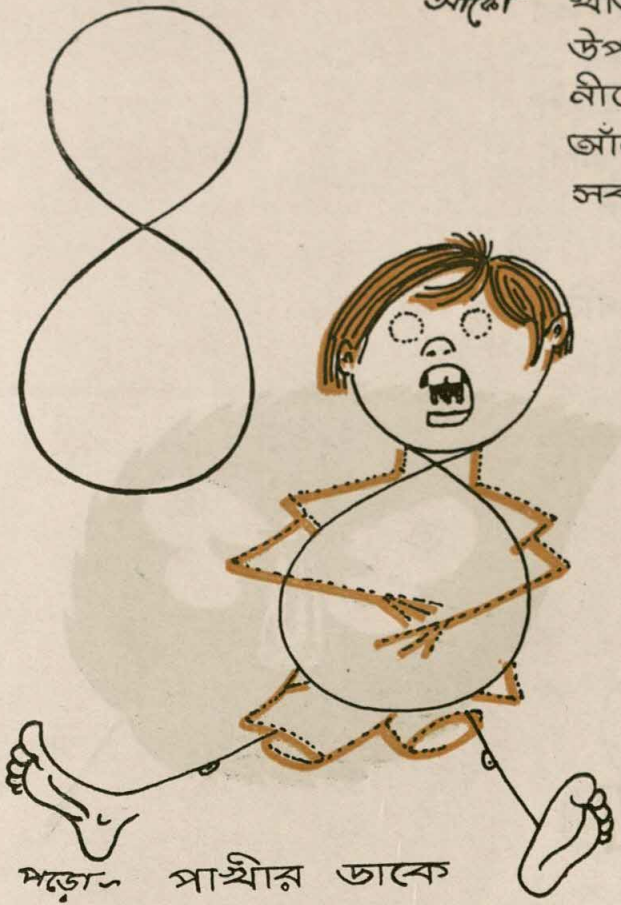

পড়ো পাখীর ডাকে
রাত জাগে।
চারের দশায়
দুঃখ লাগে॥

আঁকো

যেমনি আছে চারটি লেখা
তেমনি খাতায় আঁকো,
দু'গোল যেথায় মেশামিশি
সেথায় দেহ, মাথা রাখো।
দু'গোলেতে পাখা খানি
ফ্যালো তুমি আঁকি
রঙ লাগালেই প্রজাপতি
উড়ে গ্যালো একি!

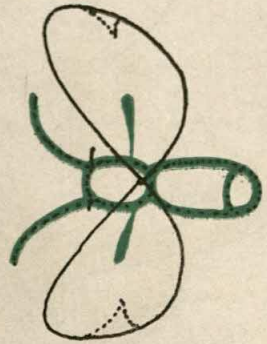

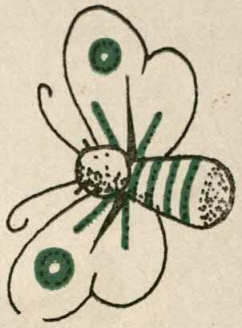

পড়ো

চার দ্যাখালো
কেরামতি।
নিজেই হ'লো
প্রজাপতি॥

আঁকো

পাঁচ লেখো
দাগ নিয়ে
আম আঁকো
বোঁটা দিয়ে।

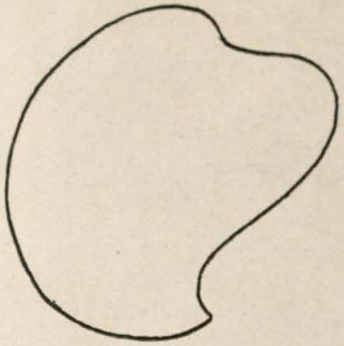

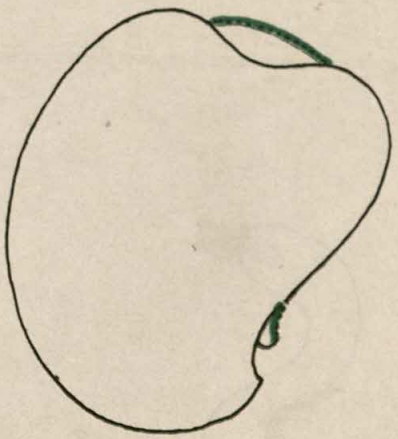

পড়ো

সংখ্যা পাঁচ
তাই না দেখে
আম হ'লো সে
আপনি থেকে॥

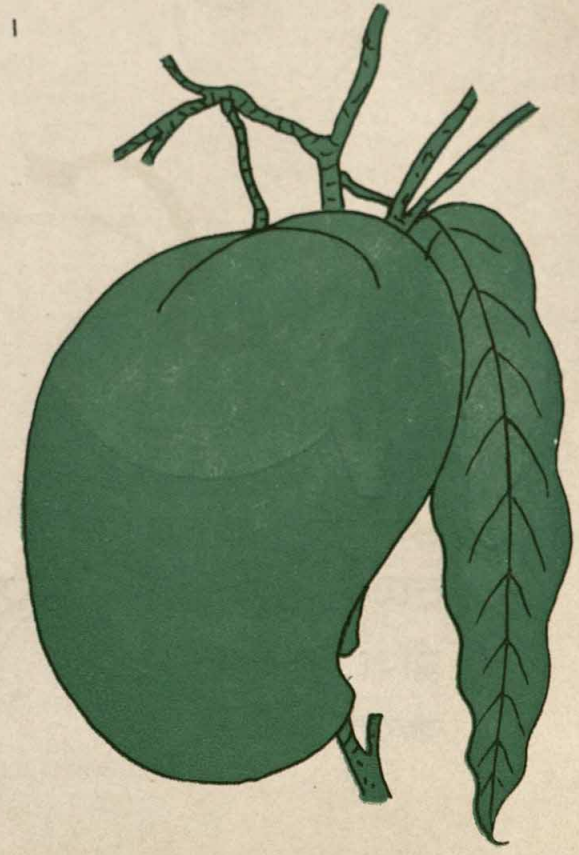

আঁকো

লিখে নাও ছয়
কথা মিছে নয়।
ঠোঁট, চোখ, পাখা দিলে
হাঁস হয়ে রয়॥

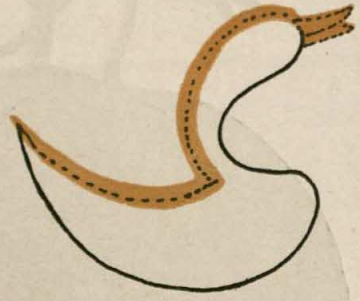

পড়ো

আমের নাচন্
দেখে ছয়।
হাঁস হয়ে সে
জলে রয়॥

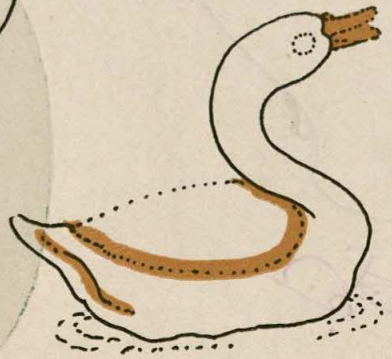

আঁকো

৭

সাতের নীচে গোল চাই
সাতের গোলে মুখ পাই।
সাতের ডাইনে দাগ বাঁকা
মা তোমার হলো আঁকা॥

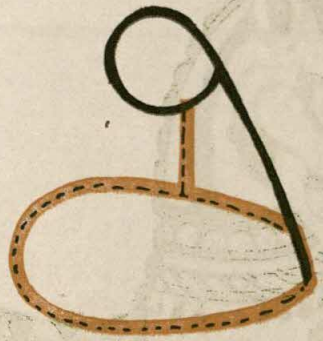

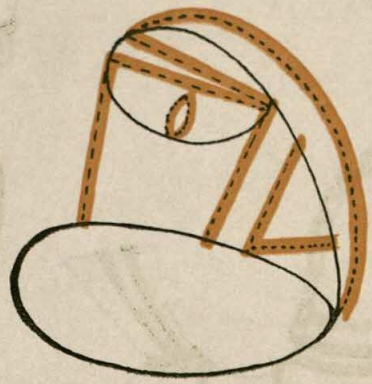

পড়ো

সাতের শিশু
কোলে শুয়ে।
হাঁস জাগালো
পালক ছুঁয়ে॥

আঁকো

আটের সোজা দাগ বেঁকিয়ে
ধনুক বাঁকা আঁকো।
বাঁয়ে দাগ বেঁকিয়ে নিয়ে।
তারি নীচে রাখো॥

নক্‌সা এঁকে দাও তুমি
গা থাক মোড়া।
লেজ, কান, মুখ, পা দিলে
আঁকা হলো ঘোড়া॥

পড়ো

আটের ঘোড়া
শিশু নিলো।
সারা গায়ে
গয়না দিলো॥

আঁকো - নয়ের মাঝে সোজা
নয়ের নীচে বাঁকা।

বামে ডানে রেখা টেনে
দেহ পাখা আঁকা ॥

লেজ আঁকো, পা আঁকো
নয়ের গোলে চোখ রাঙো।
গাছ আঁকো বাঁকা দাগে
সবুজ রঙ লাগাও আগে ॥

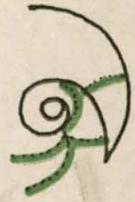

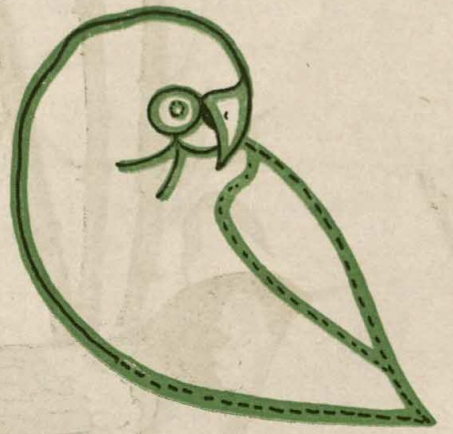

ন'য়ের টিয়ে
দিলে সাড়া।
চড়াও দেখি
কেমন ধারা॥

আঁকো

দশের ওপর নীচে
বাঁকা দাগে জোড়ো।
বাঁয়ে ঠোঁট, চোখ,-
ডানে লেজ, পা গড়ো॥

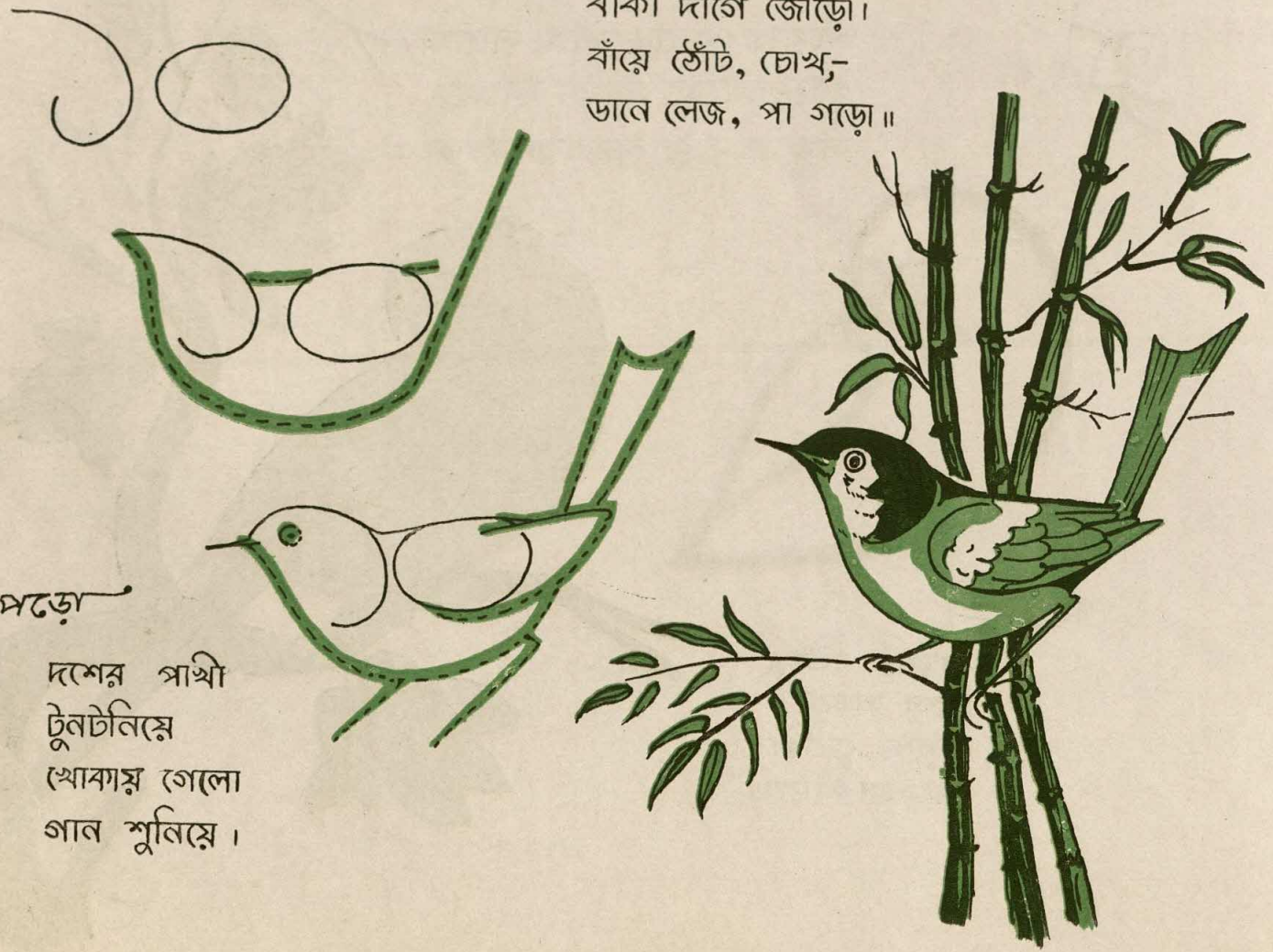

গড়ো

দশের পাখী
টুনটনিয়ে
খোকায় গেলো
গান শুনিয়ে।

আঁকো—

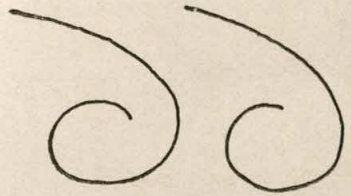

এগারোর এ্যাক নিয়ে টেনে
প্রথম এ্যাকের মাথায় এনে,
বাঁয়ে গোল করো।
গোলের মাঝে নাক, চোখ
পেছন দিকে লেজ ঝোক্,
বাঁকা দাগে বাঘ তুমি গড়ো॥

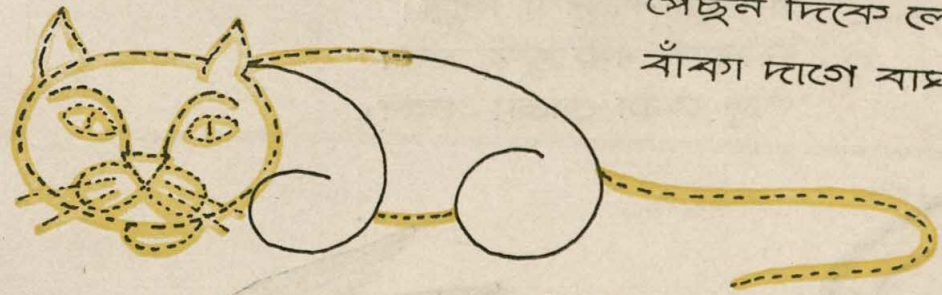

পড়ো—

এগারোর বাঘ বলল ডেকে।
শিশু দেখবো দূর থেকে॥

আঁকো

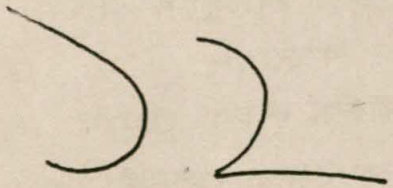

দুই পর মাথা ঐ্যাকের মাথা
মিলে মিশে থাক্ গাঁথা।
দুই পর বাঁকা যেটা আছে
টেনে নাও একের কাছে
ডাইনে চোখ ঠোঁট দিয়ে
পা আঁকো দাগ নিয়ে।
আঁকলে বক কুত্তু হলে
উড়ে সেটা গেলো চলে।

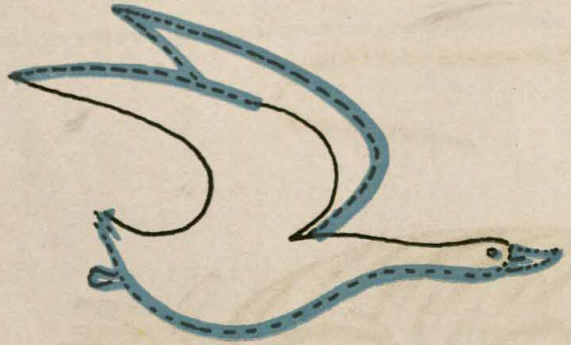

পড়ো

বারো বলে
আকাশ থেকে।
খুসী হলাম
শিশু দেখে॥

15115

227

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৮১

দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৮৩

তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮৬

চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৮৯

মূল্য : ৭·০০

মুদ্রণে : পারফেক্ট প্রেস
৩২এ, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯